KB

SEM VI (GEN)

DSE PAPER - IB

Q. ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলী আলোচনা কর।
(Treaty of Versailles):-

Ans:- দীর্ঘ চার বছর তিনমাস ধরে সর্বগ্রাসী ধ্বংসলীলা সমগ্র বিশ্বকে ওলট-পালট করবার পর ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল, বিশ্বে আবার শান্তি ফিরে আসল। ঐ তারিখে জার্মানী 'যুদ্ধবিরতি' স্বাক্ষর করলে মহাযুদ্ধের অবসান হল। অতঃপর স্থায়ী সন্ধি ও শান্তির জন্য মিত্রপক্ষের নেতৃবর্গ প্যারিসের বৈঠকে সর্বপ্রথম সমবেত হলেন ১৯১৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ প্যারিসে পরাজিত দেশসমূহের সাথে সন্ধিপত্র ও শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এই সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসন, ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লিমেনশো ও ইতালীর প্রধানমন্ত্রী অর্লান্ডো প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বহু বাক-বিতণ্ডা ও আলোচনার পর, আভ্যন্তরীণ মতভেদ ও স্বার্থ-সংঘাতকে এড়িয়ে সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ অবশেষে ২৩০ পৃষ্ঠার সম্বলিত খসড়া সন্ধিপত্র প্রস্তুত করলেন এবং ৭ই মে তা জার্মান প্রতিনিধিদের হাতে প্রদান করলেন। অতঃপর ২৮শে জুন ঐ সন্ধিপত্র ভার্সাই প্রাসাদে স্বাক্ষরিত হল। সেই কারণে প্যারিস শান্তি সম্মেলনকে 'ভার্সাই সন্ধি' নামে অভিহিত করা হয়। এই সন্ধির শর্তাবলীগুলি নিম্নরূপ:-

(১) পুনর্গঠন সম্পর্কিত শর্তাদি:- ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী, i) জার্মানী, ফ্রান্সকে আলসাস-লোরেন, বেলজিয়ামকে মনসেরেট, ইউপেন ও মেলমেডি, লিথুয়ানিয়াকে মেমেল বন্দর, পোল্যান্ডকে পোজেন ও পশ্চিম-প্রাশিয়ার কিছুটা অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ii) ডানজিগকে উন্মুক্ত বন্দর বলে ঘোষণা করা হল। iii) জার্মানীকে তার উপনিবেশ সমূহ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হল। iv) চীন, শ্যাম, মিশর, মরক্কো ও তুরস্কের ওপর বিশেষ অধিকার গুলিও জার্মানীকে ত্যাগ করতে হবে। v) উত্তর-সাইলেশিয়া

ও পূর্ব-প্রাশিয়ার অধিবাসীগণকে গনভোটের সুযোগ দেওয়া হবে, তারা যদি পোল্যান্ডের সাথে সংযুক্তির পক্ষে মত প্রকাশ করে, তা হলে ঐ দুটি স্থানও পোল্যান্ডকে দিতে হবে। vi) চীনের অনুগত কিয়াও চাও অঞ্চলকে ছেড়ে দিতে হবে। vii) গনভোটের রায় গ্রহণ করে উত্তর-শ্লেসউইগ ডেনমার্ককে দিতে হবে। viii) জার্মানীর শিল্প ও খনিজ প্রধান সার উপত্যকার ওপর ১৫ বছর আধিপত্য করবার জন্য ফ্রান্সকে অধিকার দেওয়া হল।

② সামরিক শর্তাবলী :- জার্মানী কর্তৃক ভবিষ্যতে যাতে কোন দেশ আক্রান্ত হতে না পারে, সেজন্য তার সামরিক শক্তিও যথেষ্ট খর্ব করা হল। i) জার্মানীতে এক লক্ষের অধিক সৈন্য রাখা নিষিদ্ধ হল। বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহের রীতি বন্ধ করবার নির্দেশ দেওয়া হল। ii) রাইন নদীর পশ্চিম-পার্শ্বস্থ অঞ্চল প্রয়োজনমত মিত্রবাহিনীর দখলে থাকবে এবং পূর্ব-পার্শ্বস্থ ত্রিশ মাইল পর্যন্ত স্থান থেকে জার্মানবাহিনী অপসারিত থাকবে। iii) জার্মানীর ডুবোজাহাজ যুদ্ধ জাহাজগুলিকে ব্রিটেনের নিকট আত্মসমর্পন করার নির্দেশ দেওয়া হল। iv) গোলা-বারুদ ও বিভিন্ন জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র নির্মানের ওপর ও কঠোর বিধিনিষেধ আরোপিত হবে। অস্ত্র আমদানি-রপ্তানীও নিষিদ্ধ হল। v) বিমান-বহর রাখাও নিষিদ্ধ হল। vi) এই শর্তগুলি কার্যক্ষেত্রে পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য একটি কমিশন গঠিত হল।

③ অর্থনৈতিক শর্তাদি :- i) জার্মানীর অর্থনৈতিক শক্তিও যথেষ্ট খর্ব করে ফেলার ব্যবস্থা হল। জার্মানীর অধিকাংশ বানিজ্যপোত ফ্রান্স ও ব্রিটেনের হাতে সমর্পিত হওয়াতে তার ব্যবসা-বানিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হল। ii) কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ "সার" অঞ্চলটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রনে আনা হল এবং তার কয়লা খনিগুলির ওপর ফ্রান্সের আধিপত্য ১৫ বছরের জন্য স্বীকার করে নেওয়া হল। iii) বেলজিয়াম ও ইটালীকে জার্মানী কয়লা সরবরাহ করতে বাধ্য হল। জার্মানীর লোহা ও রবার ও ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিভিন্ন দেশকে সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হল। iv) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর পরিমান অর্থ জার্মানীর ওপর ধার্য হল। এই অর্থের পরিমান নির্ধারণ করতে না পেরে অবশেষে মিত্রপক্ষ নির্ধারণ করলেন যে, জার্মানীকে ১৯২১ সালের মধ্যে অন্তত: ৫০০০

কোটি ডলারের সোনা বা অপর কোন দ্রব্য-সামগ্রী দিতে হবে।

④ রাজনৈতিক শর্তাদি :- জার্মানীকে এই বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির জন্য দায়ী করা হল এবং সেজন্যে তাকে নানারকম শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হল। i> জার্মান সম্রাট কাইজার উইলিয়ামের সন্ধির শর্তাদি ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করার অপরাধের জন্য বিচারের দাবি করা হল এবং হল্যান্ড থেকে তাঁর বিতাড়নের জন্য আহ্বান জানান হল। ii> যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জার্মান রাজনীতিকদেরও আত্মসমর্পণ দাবি করা হল। iii> লীগ-অফ-নেশনস্-এর বিনা অনুমতিতে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক মিলন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। iv> দানিয়ুব, এলব, নীমেন, ওডার, রাইন ইত্যাদি নদীগুলিকে আন্তর্জাতিক নদী হিসাবে ঘোষণা করা হল। v> বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার ও তা রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হল।

⑤ বিশ্ব-রাষ্ট্র সংঘ সংক্রান্ত শর্ত :- বিশ্ব-শান্তি রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার শর্ত ও ভার্সাই সন্ধির অন্তর্ভুক্ত করা হল। বিশ্বশান্তি স্থাপনকল্পে উড্রো উইলসনের 'চৌদ্দ-দফা' সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল এবং 'বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ' গঠিত হল। ঘোষিত হল যে, বিশ্বে শান্তি রক্ষার জন্য এই সংঘ নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

⑥ অছি প্রথা :- জার্মানী ও তার মিত্রদের কাছ থেকে সমস্ত উপনিবেশ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এগুলির শাসনভার রাষ্ট্রসংঘের প্রধান প্রধান সদস্যরাষ্ট্রের ওপর অর্পিত হল। স্থির হল যে, এই সমস্ত উপনিবেশগুলির জনসাধারণকে স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে শেষ পর্যন্ত তাদের হাতেই দেশের শাসনভার ছেড়ে দেওয়া যায়।

১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের পর ভার্সাই সন্ধিই বিশ্বের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চুক্তি। এই সন্ধির সমালোচকগণ একে একটি 'একতরফা জবরদস্তিমূলক

আরোপিত' চুক্তি রূপে অভিহিত করেছেন। এই সন্ধির পশ্চাতে মিত্রশক্তির প্রতিহিংসাপূর্ণক মনোভাবমূলক মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। এতে জার্মানীকে মত প্রকাশের কোন সুযোগই দেওয়া হয় নি। এছাড়া ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলীর মধ্যে ন্যায়বিচার নীতি প্রযুক্ত হয় নি। অন্যান্য দেশের অস্ত্র হ্রাস না করে কেবলমাত্র জার্মানী অস্ত্র হ্রাস করে অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণ দেখানো হয়েছিল। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন তাঁর চৌদ্দ দফা নীতিতে সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারের কথা ব্যক্ত করলেও জার্মানীকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। স্বভাবতই জার্মান জাতির মনে ভার্সাই সন্ধি গভীর রেখাপাত করে এবং জার্মান রাজনীতিকগণ এই সন্ধির শর্তাবলী ভঙ্গ করতে তৎপর হন।

— o —